গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনাকে পাল্টাপাল্টি হামলায় আহত -২

গাংনী বাজারের আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কর্মচারী রাকিবুল ইসলাম
(২৬) ও গাংনী পৌর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তারিক (১৬) এর ওপর পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।
এ ঘটনায় হামলাকারী তারেক এবং হোটেল কর্মচারী রাকিবুল দুজনেই রক্তাক্ত জখম হয়েছেন।

রাকিবুল ইসলাম উপজেলার ভরাট গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে ও তারিক গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হারেজ কসাইয়ের ছেলে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কারখানায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কর্মচারী জাহিদ (২০) ও শান্ত
(২১) জানায়, ঘটনার সময় তন্ময় (২২) নামের এজজন কারখানার মধ্যে ঢুকে জাহিদ কোথায় জিজ্ঞাসা করে। রাকিবুল ইসলাম, জাহিদ কারখানায় নেই বলে জানালে তন্ময় ও তারিক তার উপরে চড়াও হয়। এক পর্যায়ে তারিক রাকিবুলকে মাথায় রড দিয়ে বেশ কয়েকটি আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে।

পরে রাহিমুল ইসলামও কারখানায় থাকা দেশীয় অস্ত্র বটি দিয়ে তারিককে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। স্থানীয়রা আহত দু’জনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাহিবুলকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। তারিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক রাশিদুল আমিন জানান, কর্মরত অবস্থায় আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে আমার কর্মচারীকে মারধর করেছে। রাহিবুল আত্মরক্ষার্থে তারেকের উপরে হামলা করেছে। তাছাড়া আমার কর্মচারীর যদি কোন অপরাধ করে থাকে সে বিষয়টি আমাকে না জানিয়ে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অনধিকার প্রবেশ ও কর্মচারীকে মারধর এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান জানান, হামলার ঘটনার সংবাদ পেয়েছি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত

বল কুড়ানো ছেলেটি আজ রেফারি!

মেহেরপুরের ইতিহাসে এই প্রথম কোন খেলোয়াড় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর রেফারি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি হলেন মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে সোহেল রানা(২০)।

৩ ভাই বোনের মধ্যে সবার ছোট সোহেল। বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১৮ সালে এসএসসি শেষ করে, বাগোয়ান আন-নুর টেকনিক্যাল কলেজ থেকে এইসএসসি’র শিক্ষার্থী সে।

একজন গ্রামের মানুষ হয়ে, গ্রামেই বসবাস করে কিভাবে তিনি রেফারি হতে পেরেছেন সে বিষয়ে জানতে চাইলে মেহেরপুর প্রতিদিনের এক সাক্ষাৎকারে সোহেল রানা জানান, ছোট থেকে স্বপ্ন ছিলো ভালো একজন ফুটবলার হওয়ার, তাই খেলার এই নেশাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের বড় ভাইদের সাথে গিয়ে খেলা করতাম।

আমি ছোট থাকায় বড় ভায়েরা সে রকম গুরুত্ব দিত না। বল মাঠের বাইরে চলে গেলে বলটি কুড়িয়ে নিয়ে আসতে বলতো, আমি তাদের কথামত সেটাই করতাম। আস্তে আস্তে তারা আমাকে তাদের ক্লাবের সদস্য হিসাবে নিয়ে নিলো।

তারপর থেকে তাদের সাথে আমিও খেলা করতাম। এভাবে খেলতে খেলতে একসময় স্কুলের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় খেলতাম। ভেবেছিলাত হয়তো একদিন আমি বড় ধরনের খেলোয়াড় হব। সেই ভেবে একদিন হঠাৎ করে ছুটে গিয়েছিলাম ঢাকার ক্লাবে টাইল দিতে।

২০১৭ সালের দিকে ফকিরাপুল সূর্য যুব সংঘ ক্লাবে প্রথম টাইল দিয়েছিলাম কমলাপুর স্টেডিয়ামে। টাইলে সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস যেদিন থেকে ৩য় বিভাগের খেলা শুরু, সেই দিন থেকেই আমার (এস এস সি) পরিক্ষা। বাড়িতে ফিরে আসতে হলো। অনেকের সাথে ফেসবুকে যোগাযোগ রাখতাম।

হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম প্রতিবছর বাফুফে থেকে রেফারির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তখন আমি ভেবে দেখলাম, আমার জেলায় তো তেমন কোন বাফুফে সনদ পাওয়া রেফারি নাই, আর আমার নিজ উপজেলা মুজিবনগরে একটাও রেফারি নাই, তখনিই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমি রেফারির প্রশিক্ষণ নিবো।

তরপর থেকেই খেলোয়াড় হওয়ার সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়ে যোগাযোগ করলাম বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে। সেখান থেকে জানতে পারি, ০৯/০২/২০২০ এ নিউ রেফারি কোর্স হবে ৬ দিনের। আমি অনলাইনে আবেদন করলাম। আমাকে বাছাই করেছিল অনলাইনের আবেদনে। এরপর ০৭/০২/২০২০ তারিখে আমি ঢাকায় যায়, এবং ৬ দিনের প্রশিক্ষণ নিই। এর মধ্যে বেশকিছু পরীক্ষাও দিতে হয় সেখানে। যেমনঃ ফিটনেস টেস্ট দিতে হয় ৪০০মিঃ ১০ পাক/ লেপ, লিখিত পরীক্ষা ১০০ নম্বরের। এভাবেই উত্তীর্ণ হই ৩য় শ্রেনির রেফারিতে।

রেফারিতে সুযোগ পাওয়ার পিছনে আমার মায়ের অবদান ছিলো সবচেয়ে বেশি। আমার মা আমাকে সাহস যুগিয়েছে। সকল জায়গায় আমাকে সাথে করে নিয়ে গেছে। সব সময় ছাঁয়ার মত পাশে থেকেছে আমার মা। এছাড়া আমঝুপি গ্রামের গালর্স স্কুলের শিক্ষক লিটন ভাই ও আনন্দবাস গ্রামের মজিবার রহমান ঠান্ডু ভাই আমাকে অনেক সহযোগীতা করেছেন। তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

রেফারিতে সুযোগ পাওয়ার পর তার অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, আমি দেখেছি অনেকেই খেলা করে। কিন্তু কেউই ঠিক নিয়ম জানেনা। সকলেই মনগড়া নিয়ম তৈরি করে খেলা পরিচালনা করেন। ফিফার যে ঠিক নিয়ম আছে সেই ঠিক নিয়মটা আমি সকলের মাঝে তুলে ধরতে চাই। এবং নিজ জেলায় ফুটবলের উন্নতি করা ও ফুটবলের ঠিক নিয়ম এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় তৈরি করা।

বাগোয়ান গ্রামের হাসিবুল ইসলাম জানান, সোহেল আমাদের অনেক ছোট। আমরা যখন খেলা করতাম তখন সে আমাদের বল কুড়িয়ে এনে দিত। সে খেলার জন্য সব সময় আমাদের বলতো কিন্তু আমরা সে রকম তাকে গুরত্ব দিতাম না। মাঝে মাঝে খেলার জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ করলে আমরা এক সময় তাকে খেলায় অংশগ্রহন করতে দিই।

তারপর থেকে সে আমাদের সাথে খেলা করতো। কিন্তু সে যে একদিন এমন একটা জায়গায় পৌঁছাবে আমরা কখনও কল্পনাও করতে পারি নি। বর্তমানে সে একজন বাফুফে’র সদস্য হওয়ায় আমরা বাগোয়ানবাসী তাকে নিয়ে

গর্ববোধ করছি। আমরা দোয়া করবো সে শুধু বাফুফের সদস্যই না। সে যেন ফিফার শেষ পর্যায় প্রর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

সোহেলের মা নূরজাহান খানম আনজিরা বলেন, আমার ছেলে যখন ছোট থেকে খেলাধুলা করতো আমি সব সময় তাকে সাহস দিয়ে এসেছি। যে কোন জায়গায় তার কাজ থাকলে আমি নিজে সাথে করে নিয়ে গিয়েছি। তার খেলার প্রয়োজনীও জিনিস আমার কাছে থেকে যা চেয়েছে আমি কোন কিছু তার অপূরণ রাখিনি। সব সময় তাকে সহযোগীতা করে এসেছি। আমার ইচ্ছে ছিলো সে একদিন বড় কিছু হয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। আর আল্লাহর কাছে অশেষ মেহেরবানী তিনি আমার সেই চাওয়াটা পূরণ করেছেন।

ইউপি সদস্য কাজী কোমর উদ্দীন সেলিম জানান, সোহেল বাফুফের রেফারি হয়ে বাগোয়ান গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছে। আমরা তাকে নিয়ে গর্ববোধ করছি। সে যেন আগামীতে আরো বড় রেফারি হতে পারে এবং ঠিক নিয়মে খেলা পরিচালনা করে সেই প্রত্যাশা করি।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন জানান, সোহেল রানা বাফুফের রেফারি হিসাবে সুযোগ পেয়েছে এটা শুনে আমি খুবিই আনন্দিত হয়েছিলাম। সনদ হাতে পাওয়ার পর পরই সে আমার পরিষদে এসেছে। আমি তাকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আমি চাইবো সে শুধু বাগোয়ান গ্রামের না পুরো মুজিবনগরের মুখ উজ্জ্বল করবে।

মেহেরপুর জেলাতে এই প্রথম মুজিবনগর থেকে একজন বাফুফে রেফারিতে সুযোগ পাওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ৯১ তম ব্যক্তির মধ্যে সে অন্যতম ব্যক্তি। সে যে তাদের সকলের ভিতর থেকে টিকে থাকতে পেরেছে এটা মুজিবনগর বাসীর জন্য একটি সুখবর।

আমাদের এখানকার যে ক্রিয়া সংস্কৃতি সেটা এগিয়ে নিয়ে আসার এটা আরেকটি অন্যতম দিক। আমাদের নিকটবর্তী যে সকল ফুটবলের আয়োজন করে থাকি সেই আয়োজন গুলোতে এরকম ব্যক্তিত্বদের যদি আমরা সংযুক্ত করতে পারি তাহলে মুজিবনগরের ফুটবল সংস্কৃতিটা আরো একটু এগিয়ে যাবে।

গাংনী প্রেসক্লাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী প্রেসক্লাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

শনিবার বিকালে গাংনী প্রেসক্লাব ভবনে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রভাষক রমজান আলীর সভাপতিত্বে আরটিভি প্রতিনিধি সাবেক সম্পাদক মাজেদুল হক মানিকের সঞ্চালনায় সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও মাই টিভির জেলা প্রতিনিধি মাহাবুব আলম, সিনিয়র সদস্য ও জিটিভি ও ডেইলি অবজারভার এর মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রফিকুল আলম,

সিনিয়র সাংবাদিক নুরুল ইসলাম নুহু বাঙ্গালী, সাবেক সম্পাদক ও বিজয় টিভি, সময়ের আলো জেলা প্রতিনিধি তৌহিদউদ্দোলা রেজা, ৭১ টিভি ও যায়যায়দিন এর গাংনী প্রতিনিধি মজনুর রহমান আকাশ, দৈনিক মানবজমিন, বাংলা টিভির জেলা প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, দৈনিক লাখকন্ঠ, সারাবাংলা ও শিক্ষাবার্তার জেলা প্রতিনিধি এস এম রফিকুল আলম বকুল, মেহেরপুর নিউজের তোফায়েল হোসেন, মেহেরপুরের চোখ এর সোহেল রানা বাবুসহ গাংনী প্রেসক্লাবের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন ।

সভায় সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও করোনা পরিস্থিতিতে সংবাদ সংগ্রহের সময় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং প্রেসক্লাবের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় । প্রেসক্লাব ভালভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য সাধারণ সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে

সূর্য ব্যবসায়ী সমিতির চড়া সুদের ব্যবসা

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের সাতগাছিতে ২০০৪ সালে কিছু যুবক একত্র হয়ে সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠাতা করে পরে ২০১৬ সালে মিরপুর উপজেলা সমবায় অফিস থেকে রেজিষ্ট্রেশন হয় যার নাম্বার ০৭।

তবে সমবায় অফিসের নিয়ম নীতি কে উপেক্ষা করে বিভিন্ন মাধ্যমকে ম্যানেজ করে উপজেলার ৬ টির অধিক ইউনিয়ন এর গ্রামের অসহায় প্রায় ৩০০ মানুষ কে সুদের বিনিময়ে ঋণ দেন এই সমবায় লিমিটেড যা সম্পূর্ণ অবৈধ। সমবায় অফিস সূত্রে জানাযায় শুধু সদস্যদের মধ্যে অর্থ লেনদেন করা যাবে, কিন্তু সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় লিমিটেড সদস্য বাদেও একাধিক জনের নিকট চড়া সুদে ঋণ দেন।

পরবর্তীতে গরিব মানুষগুলো সময় মত সুদের কিস্তি দিতে না পারলে উক্ত সমবায় লিমিটেডের সদস্যরা বিভিন্ন প্রকার হুমকি দেয় এবং জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে নিঃস্ব করে দিচ্ছে হতদরিদ্রদের। এছাড়া এই সমবায় লিমিটেডের পোড়াদহ ইউনিয়নে কার্যক্রম করার অনুমতি না থাকলেও তারা দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক হিসেবে ঋণ দিয়ে আসছে।

উক্ত ঋণ বা সুদের টাকা পরিশোধ করতে অনেকেই খুইয়ে দিচ্ছে গরু- ছাগল ও জমি,যার কারণে দরিদ্ররা হয়ে যাচ্ছে হতদরিদ্র। তবে হাজরাহাটির সাতগাছির একাধিক ব্যক্তির সাথে কথা বলে জানাযায় স্থানীয় রফিকুল ও আব্দুর রহিম এর নেতৃত্বে বেশকিছু যুবক আশেপাশের কয়েকটি ইউনিয়ন এর বিভিন্ন এলাকাতে লক্ষ লক্ষ টাকা চড়া সুদে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের টাকা দিয়েছে যা সুদ ও আসল পরিশোধ করতে অসহায় দরিদ্রদের গলার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বিষয়ে সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সভাপতি রফিকুল ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বলেন আমরা উপজেলা সমবায় অফিস কে অবগত করে ঋণ দিয়েছি, এছাড়া সদস্য বাদে যাদের ঋণ দিয়েছে তাদের খুব শিগ্রই সমিতির সদস্য করে নিবো। এসময় তারা আরো বলেন আমাদের কিছু ভুল ও অনিয়ম আছে কিন্তু সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠবো।

এ বিষয়ে মিরপুর উপজেলা সমবায় অফিসার মোছাঃ নাজবিন আখতার বলেন একটা সমবায় সমিতি কখোনো সদস্য বাদে ঋণ প্রদান করতে পারেনা,যদি

সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য হয় তাহলে সমবায় সমিতির আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শৈলকুপায় সাপের কামড়ে অন্ত:স্বত্তা নারী মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দোহারো গ্রামে সাপের কামড়ে শরিফা খাতুন (২২) নামের অন্ত:স্বত্তা এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। শরিফা খাতুন দোহারো গ্রামের রাশিদুল ইসলামের স্ত্রী।

শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম জানান, রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল ৭ মাসের অন্ত:স্বত্তা শরিফা খাতুন।

রাত ৩ টার দিকে বিষাক্ত সাপ তাকে কামড় দেয়। সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। শরিফা খাতুনের ৩ বছরে এক ছেলে সন্তান রয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে অটোমেশন সিস্টেমের উদ্বোধন

জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় হয়রানি, দুর্নীতিমুক্ত ও অর্থসাশ্রয়ী করতে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে অটোমেশন সিস্টেমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে সদর হাসপাতাল চত্বরে ফিতা কেটে এ সিস্টেমের উদ্বোধন করা হয়।

এসময় হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন-অর-রশীদ, খুলনা মেডিকেল

কলেজ এন্ড হাসপাতালের পরিচালক ডা: রেজা সেকেন্দার, ঝিনাইদহ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সদস্য জীবন কুমার বিশ্বাস, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের আরএমও ডা: অপুর্ব কুমার সাহা, মেডিকেল অফিসার ডা: লিমন পারভেজসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন-অর-রশীদ জানান, জনগণ যাতে সহজেই উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পায় সে লক্ষ্যেই এই সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সিস্টেমে হাসপাতালে আগত সকল নাগরিকের ই-হেলথ রেকর্ড থাকবে। যার ফলে রোগীর পুর্বের সকল তথ্য ডেটাবেইজে সংরক্ষণ করা হবে।

রোগীকে কি কারণে কোন ঔষধ প্রদান করা হয়েছিল, কোন মেডিকেলে পরীক্ষা করা হয়েছিল তার সকল তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকবে।

ঝিনাইদহের করোনা রোগিদের জন্য হাসপাতালে সংসদ সদস্য’র অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদাণ

ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত রোগিদের জন্য ২৪ টি বড় মাপের অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদাণ করেছে ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি।

শনিবার দুপুরে হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন অর রশীদ’র কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডার বুঝে দেন ঝিনাইদহ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সদস্য জীবন কুমার বিশ্বাস।

এর আগে হাসপাতাল মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় খুলনা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের পরিচালক ডা: রেজা সেকেন্দার, ঝিানইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন অর রশীদ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সদস্য জীবন কুমার বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন, গত কয়েকদিন যাবত ঝিনাইদহে অক্সিজেন সিলিন্ডার সংকট ছিল। যে কারণে করোনায় আক্রান্ত রোগিরা ঝুঁকিতে ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমিকে জানালে তিনি হাসপাতালে ২৪ টি বড় মাপের অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদাণ করেন।

এতে করোনায় আক্রান্তসহ মুমুর্ষ রোগিরা কিছুটা হলেও ঝুঁকিমুক্ত থাকবেন।

হরিণাকুন্ডুতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে ১৫ জন আহত

সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার ছোটভাদড়া গ্রামের দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। শনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ওই গ্রামের আব্দুর রশিদ ও আব্দুল লতিফ লতা’র বিরোধ চলে আসছিল। শুক্রবার রাতে আব্দুর রশিদের সমর্থক নাজমুল ও লতা’র সমর্থক সবুজের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বাক-বিতন্ডা হয়।

এরই জের ধরে শনিবার সকালে উভয় পক্ষের লোক দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা বলেন, ছোটভাদড়া গ্রামে একটি ঘটনা ঘটেছে। কোন আহতের খবর পায়নি। পরিস্থিত বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।

ঝিনাইদহে বিট পুলিশিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু

‘বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বিট পুলিশিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে।

জেলা পুলিশের আয়োজনে শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পুলিশ লাইন্স মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিনে ঝিনাইদহের ৩ টি থানার ভারাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ পুলিশ সদস্যরা অংশ নেয়।

কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদাণ করেন পুলিশ সুপার মো: হাসানুজ্জামান। এসময় পুলিশি সেবা জনগণের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পুলিশের করণীয় ও দ্বায়িত্ব সম্পর্কে নানা দিক নির্দেশনা প্রদাণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোর্টচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ সুপার (শৈলকুপা সার্কেল) আরিফুল ইসলাম, ডিবি পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন, সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান, হরিনাকুন্ডু থানার ওসি আব্দুর রহিমম কোটচাঁদপুর থানার ওসি মাহবুবুর রহমানসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জেলার ৬ টি থানা ও ৬৭ টি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় মোট ৮৫ টি বিটে বিভক্ত করে ইতোমধ্যে বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতি বিটে ১ জন এস আই ও ১ জন এএসআই এবং ২ জন পুলিশ সদস্য কাজ করছেন। বিট পুলিশিং ব্যবস্থায় তাৎক্ষনিকভাবে এবং দ্রুততার সাথে মানুষ পুলিশের সেবা পাচ্ছে।

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার নির্দেশ রেলমন্ত্রীর

রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, দেশের একমাত্র চতুর্দেশিয় স্থলবন্দর বাংলাবান্ধা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী মহা-পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কারণ এই পোর্টটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য স্থলবন্দরের চেয়ে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।

এই বন্দরের সাথে প্রতিবেশী বেশ কয়েকটি দেশের যোগাযোগ হচ্ছে। তিনি বলেন বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে। তিনদিকে সীমান্ত থাকায় বন্দরের যায়গা কম। তাই অবকাঠামোসহ অন্যান্য ব্যাপারে টেকসই চিন্তা করতে হবে।

এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মহা-পরিকল্পনা করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী মহলসহ জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, সকল উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে সরকার এখন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে কাজ করছে। সরকার দেশের এবং মানুষের অগ্রগতি ধরে রাখতে চায়।
শনিবার দুপুরে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে এক মত-বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি আরও বলেন পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এই স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের শিলিগুড়ি দিয়ে অন্যান্য দেশে রেল যোগাযোগ স্থাপনের চিন্তাভাবনা চলছে।

পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের প্রকল্প অচিরেই চূড়ান্ত হবে। আশাকরি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। বাংলাবান্ধা পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ হলে এই স্থলবন্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের রাজস্ব আয়ও বেড়ে যাবে। তাই আমরা যত দ্রুত সম্ভব বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে অন্যান্য দেশের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপন করতে চাই।

জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত-বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, জেলা পরিষদ

চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত সম্রাট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহাগ চন্দ্র সাহা, উপজেলা চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান ডাবলু, বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্টের জেনারেল ম্যানেজার হাবিবুর রহমান, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর আমদানি-রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের সভাপতি মেহেদী হাসান খান বাবলা, সিএন্ডএফ এসোসিয়েশনের সভাপতি রেজাউল করিম রেজা প্রমুখ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন